দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 24 APR 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

মাদ্রাসার অভিভাবক ইবি নাকি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

ইনকিলাব রিপোর্ট

দেশের ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহের বর্তমান অভিভাবক কে? নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা বোর্ড না ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়? এ ধরনের প্রশ্ন আজ দেশের প্রায় ১৩শ ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক এবং অভিভাবকগণের। গত ১১ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে জারিকৃত সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হওয়ার কথা থাকলেও সে প্রক্রিয়া কতদূর অগ্রসর হয়েছে তা এখনও অজানা। দেশের আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ, মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকসহ সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনতার প্রাণের দাবী ছিল এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন কটি স্বতন্ত্র ইসলামী

২-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রেক্ষাপট (১)

মাদ্রাসার অভিভাবক ইবি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফাজিল ও কামিলকে যথাক্রমে ডিগ্রী ও মাস্টার্সের সমমান প্রদান করা। এ দাবীর প্রতি সম্মান জানিয়ে সমমান প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হলেও একপর্যায়ে মাদ্রাসাগুলোকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত করার ষড়যন্ত্র শুরু হয় এবং এ মর্মে সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদ্রাসাসমূহকে অধিভূক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার দেশের ধর্মপ্রাণ জনতার দাবীর প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে। এ কারণে ধর্মপ্রাণ জনতা যেমন ক্ষুব্ধ তেমনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল-কামিলের সুষ্ঠু পরিচালনা নিয়েও তারা সন্দিহান। তাছাড়া ইবি'র বর্তমান ভিসি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি হওয়ায় তারা মাদ্রাসাগুলোর উপর অশুভ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের আশংকা করছেন সংশ্লিষ্ট সকল মহল।

জানা গেছে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজ বিএনপির রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। তিনি বিএনপির অঙ্গসংগঠন জিয়া পরিষদের সহ-সভাপতি। তিনি ইতোপূর্বে বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছিলেন। অনেকের ধারণা, রাজনৈতিক আশীর্বাদেই তিনি ভিসির পদটি অর্জন করেছেন। অনেকেই মনে করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল-কামিল সংক্রান্ত কার্যক্রমের যা-ই হচ্ছে তা একটি বিশেষ রাজনৈতিক মহলের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। যার ফলে দেশের মাদ্রাসা প্রধানগণ এ বিষয়ে কিছুই জানতে পারছেন না। সিলেবাস, কারিকুলাম, পরিচালনার নীতিমালা ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য মাদ্রাসা প্রধানদের সাথে পরামর্শ হয়েছে বলেও জানা যায়নি। অনেক মাদ্রাসা প্রধান ও মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত ১৫ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহের বিভিন্ন কমিটি গঠন, পাঠদান, একাডেমিক স্বীকৃতি/স্বীকৃতি নবায়ন ইত্যাদি কার্যক্রমের জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে একসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় উল্লেখ করা হয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৬ পাস হওয়ার পর ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহের এডহক কমিটি/ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি গঠন/পাঠদানের অনুমতি/একাডেমিক স্বীকৃতি/স্বীকৃতি নবায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত হয়েছে। কিন্তু মাদ্রাসার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এ-বিষয়ে এখনো কিছু জানেন না। এ বিষয়ে কোন প্রজ্ঞাপন/চিঠি আজো কোন মাদ্রাসায় পৌছেনি। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষকরা উদ্বিগ্ন।

এ দিকে মাদ্রাসা বোর্ড না ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ফাজিল-কামিল মাদ্রাসাগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে তা পরিষ্কার না থাকায় অনেক মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগসহ একাডেমিক ও প্রশাসনিক বিভিন্ন কার্যক্রম আটকে আছে। সব মিলিয়ে ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার অধিভুক্তি, কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়ন, শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি নিয়ে ধুম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে। মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও ধর্মপ্রাণ জনতা এ সমস্যার আশু সমাধান চাচ্ছেন।